12

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

নাটোরের ৪৩ হাজার শিশু শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে না

নাটোর সংবাদদাতা ॥ অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শিক্ষক, স্থান ও বেঞ্চের অর্ভাব এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে নাটোর জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল হয় নাই। সরকারী জরিপে বলা হয়, নাটোর জেলায় বর্তমানে দুই লক্ষ ২০ হাজার ১৩৩ জন বালক-বালিকা স্কুলে গমন উপযোগী। চলতি বছর এক লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৮৪ জন স্কুলে ভর্তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯৫ হাজার ৪৪১ জন বালক ও ৮১ হাজার ৪৪৩ জন বালিকা। অর্থাৎ মোট স্কুলে গমন উপযোগী শিশুদের মধ্যে ৪৩ হাজার ২৪৯ জন শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে না।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে বলা হয়, ছয় বছর বয়সী কোন শিশু অসুস্থ না হইলে, বাড়ীর দুই কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল থাকিলে, ভর্তি সমস্যা না হইলেও গ্রহণকৃত অন্য কোন শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের না হইলে তাহাকে অবশ্যই সর-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক

(৩য় পৃঃ পর)

কারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে' হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি ওয়ার্ড হইতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠন করার বিধান রাখা হয়। স্কুলে গমন উপযোগী প্রতিটি শিশুকে স্কুলে আনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কমিটির উপর। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যদের অবহেলার কারণে অসচেতন অভিভাবকেরা বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয় নাই।

এব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সহিত আলাপ করিয়া জানা যায়, সরকার দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও এক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এই কর্মসূচী সফল হইতেছে না।

নাটোর জেলায় বর্তমানে মোট ৪০৬টি প্রাথমিক স্কুল আছে। ইহার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সুবিধা প্রদান বিভাগ ও সাবেক উপজেলা পরিষদ প্রায় ৩ শতটি স্কুল পুনঃনির্মাণ অথবা সংস্কার করিয়াছে। অবশিষ্ট এক শতস্কুল অবিলম্বে সংস্কার অথবা পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। স্কুলগুলিতে স্থান ও বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। বাধ্যতামূলক কর্মসূচী চালু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের পরিমাণ বাড়ে নাই।